চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা, চট্টগ্রাম

মোবাইল: ০১৮১৯-৯৩০৪৮৮

তারিখ: ১৯.০৩.২০২৫

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জলাবদ্ধতা নিরসনে সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন: চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত

চট্টগ্রাম মহানগরীর দীর্ঘদিনের সমস্যা জলাবদ্ধতা নিরসনে সমন্বিত পদক্ষেপের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের (চসিক) মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন। তিনি বলেন, "জলাবদ্ধতা একটি বহুমাত্রিক সমস্যা, যা কেবল সিটি কর্পোরেশনের একক প্রচেষ্টায় সমাধান সম্ভব নয়। এক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরি।" বুধবার (১৯ মার্চ) দুপুরে টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে জলাবদ্ধতা নিরসন বিষয়ক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় তিনি এ কথা বলেন। সভায় সিটি কর্পোরেশনসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তা, প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞরা উপস্থিত ছিলেন।সভায় মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, "জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য চট্টগ্রামের ড্রেনেজ ব্যবস্থার আধুনিকায়ন ও জলধারণ সক্ষমতা বাড়ানো প্রয়োজন। আমরা চাই প্রকল্পগুলো দ্রুত বাস্তবায়িত হোক এবং তা কার্যকর হোক। এজন্য পরিকল্পিত ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে হবে।"সভায় অস্ট্রেলিয়ায় ড্রেনেজ ও জলবায়ু পরিবর্তন বিশেষজ্ঞ হিসেবে কর্মরত ড. আবদুল্লাহ আল মামুন তার অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এবং জলাবদ্ধতা নিরসনে টেকসই পরিকল্পনার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি বলেন, "চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা নিরসনে বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে বৃষ্টির পানি নিষ্কাশন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদি সমাধান ছাড়া এই সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া সম্ভব নয়।"অন্যদিকে, মেয়রের জলাবদ্ধতা বিষয়ক উপদেষ্টা শাহরিয়ার খালেদ বলেন, "নদী, খাল ও নালা পরিষ্কারের পাশাপাশি জলাবদ্ধতা নিরসনে অবৈধ দখল উচ্ছেদও জরুরি। খালগুলোর স্বাভাবিক প্রবাহ নিশ্চিত করতে হবে, নইলে যে কোনো প্রকল্পই ব্যর্থ হতে পারে।"সভায় অংশগ্রহণকারীরা একমত হন যে, চট্টগ্রামের জলাবদ্ধতা সমস্যার সমাধানে সমন্বিত ও টেকসই পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং দ্রুততার সঙ্গে চলমান প্রকল্পগুলোর অগ্রগতি তদারকি করতে হবে। মেয়র এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সব সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।সভায় উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, সচিব মো. আশরাফুল আমিন, প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা কমান্ডার ইখতিয়ার উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, বন্দরের চীফ হাইড্রোগ্রাফার কমান্ডার মোহাম্মদ শামসিত তাবরীজ, নগর পরিকল্পনাবিদ প্রকৌশলী দেলোয়ার হোসেন মজুমদার প্রমুখ।

চট্টগ্রামে স্মার্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করতে চায় চাইনিজ প্রতিষ্ঠান

চট্টগ্রাম নগরীর যানজট সমস্যা সমাধান ও সড়কে শৃঙ্খলা ফেরাতে স্মার্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালু করার বিষয়ে চট্টগ্রাম সিটি মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের কাছে প্রেজেন্টেশন উপস্থাপন করেছে চাইনিজ প্রতিষ্ঠান বিআইটি। বুধবার টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে এক সভায় প্রতিষ্ঠানটি জানায়, স্মার্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের অধীনে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও মোড়ে স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যাল, সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি, ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে ডিজিটাল জরিমানা ব্যবস্থা ও যানবাহনের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করা হবে। এ প্রযুক্তির মাধ্যমে ট্রাফিক আইন লঙ্ঘনকারী যানবাহন ও চালকদের দ্রুত চিহ্নিত করা যাবে এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে জরিমানা পাঠানো হবে। পাশাপাশি, স্মার্ট সিগন্যালিং ব্যবস্থার মাধ্যমে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হবে, যা সড়কে যানজট কমাতে কার্যকরী ভূমিকা রাখবে। এছাড়া চেহারা শনাক্তকারী ক্যামেরা ব্যবহার করে চিহ্নিত করা যাবে অপরাধীদের। পথচারী পারাপারের জন্য থাকবে জেব্রা ক্রসিং এর সাথে সংযুক্ত পুশ বাটন সিস্টেম, যা ব্যবহার করে রোগী, শিশু ও বয়োবৃদ্ধরা সহজে সড়ক পারাপার করতে পারবেন।এ উদ্যোগ প্রসঙ্গে চট্টগ্রামের মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন বলেন, চট্টগ্রাম নগরীর যানজট দীর্ঘদিনের সমস্যা। স্মার্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর মাধ্যমে নগরীর সড়ক ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে। এতে জনগণের ভোগান্তি কমবে এবং যাতায়াত আরও সহজ হবে। প্রাথমিকভাবে পাইলটিং এর অংশ হিসেবে নগরীর গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও মোড়ে স্মার্ট ট্রাফিক সিস্টেম স্থাপন করা যেতে পারে। পাইলট প্রকল্পের অভিজ্ঞতার আলোকে পর্যায়ক্রমে পুরো নগরজুড়ে এ ব্যবস্থা চালু করা যেতে পারে।সভায় উপস্থিত ছিলেন চাইনিজ প্রতিষ্ঠান বিআইটির কর্মকর্তা অস্টিন,কনস্ট্যান্ট, মাল্টি-পার্টি এডভোকেসি ফোরামের (ম্যাফ) সাধারণ সম্পাদক জসিম উদ্দিন চৌধুরী, বাংলাদেশি প্রবাসী ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি এস এন মাসুদ, প্রকৌশলী জাহিদুল ইসলাম আবির, মাহামুদুল হাসান, মোঃ নাজিম উদ্দিন, প্রকৌশলী আমিনুল্লাহ মজুমদার।

চট্টগ্রামে বিএনপি নেতা আব্দুল্লাহ আল নোমানের স্মরণে শোকসভা ও ইফতার মাহফিল

মঙ্গলবার চট্টগ্রাম ওয়াসা ভবনে জাতীয়তাবাদী শ্রমিক কর্মচারী দল (রেজিঃ নং-২৩০৭) আয়োজিত এক শোকসভা ও ইফতার মাহফিলে প্রয়াত বিএনপি ভাইস চেয়ারম্যান, বীর মুক্তিযোদ্ধা এবং চট্টগ্রামের গণমানুষের নেতা আব্দুল্লাহ আল নোমানকে স্মরণ করা হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ডাঃ শাহাদাত হোসেন। সভাপতিত্ব করেন ওয়াসা শ্রমিক দলের সভাপতি মোঃ মামুনুর রশীদ এবং সঞ্চালনা করেন কাজী মহিন উদ্দিন মানিক। প্রধান অতিথির বক্তব্যে ডাঃ শাহাদাত হোসেন বলেন, "বিএনপি ও সহযোগী সংগঠনগুলোতে অনুপ্রবেশের কোনো সুযোগ নেই। প্রয়াত নেতা নোমান ভাই ছিলেন নেতা ও কর্মী গড়ার কারিগর এবং জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রাণপুরুষ। তিনি আজীবন দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিবেদিত ছিলেন। তাঁর অবদান চট্টগ্রামের রাজনীতিতে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।" তিনি আরও বলেন, "আবদুল্লাহ আল নোমান শুধু একজন রাজনৈতিক নেতা নন, তিনি ছিলেন তৃণমূলের কর্মীদের অভিভাবক। তিনি শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ে সবসময় সোচ্চার ছিলেন। বিএনপির প্রতিটি কর্মীকে তাঁর আদর্শ ও আত্মত্যাগ থেকে শিক্ষা নিতে হবে। বর্তমান রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলায় আমাদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে এবং প্রয়াত নোমান ভাইয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে। যারা দলের আদর্শকে ধারণ করবে না, তাদের বিএনপিতে থাকার অধিকার নেই। অনুপ্রবেশকারীরা কখনোই দলের মঙ্গল বয়ে আনতে পারে না।" প্রধান বক্তার বক্তব্যে বিএনপির কেন্দ্রীয় শ্রম বিষয়ক সম্পাদক, বীর মুক্তিযোদ্ধা এ. এম. নাজিম উদ্দিন বলেন, "আবদুল্লাহ আল নোমানের চলে যাওয়া চট্টগ্রামের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক অপূরণীয় শূন্যতার সৃষ্টি করেছে। তিনি ছিলেন শ্রমজীবী মানুষের আপনজন।"অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক মোঃ ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, মোঃ শাহ আলম, বিশিষ্ট সাংবাদিক ও চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক জাহিদুল করিম কচি, চট্টগ্রাম মহানগর মহিলা দলের সভানেত্রী মনোয়ারা বেগম মনি, চট্টগ্রাম বিভাগীয় শ্রমিক দলের সাধারণ সম্পাদক শেখ নূরুল্লা বাহার, সহসভাপতি শাহ নেওয়াজ চৌধুরী মিনু, মহানগর শ্রমিক দলের সভাপতি তাহের আহম্মেদ, আব্দুল বাতেন, আনোয়ারুল আজিম সবুজ, সফিক মজুমদার, আবু বক্কর সিদ্দিক, চট্টগ্রাম ওয়াসা শ্রমিক কর্মচারী দলের প্রতিনিধি কামাল খান, তৌহিদুল ইসলাম, আবুল কালাম, বেলায়েত হোসেন, আবু জাফর, মোঃ মিয়া ও বোরহান উদ্দিন, ফরহাদ হোসেন প্রমুখ।

মূল্য তালিকা না রাখা, অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রি
৫ দোকানদারকে ১৩ হাজার টাকা জরিমানা

পবিত্র রমজানে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য নিয়ন্ত্রণে রাখতে নগরের লালখান বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। এ অভিযানের নেতৃত্ব দেন এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা। অভিযানে বিভিন্ন মুদি দোকান ও দৈনন্দিন কাঁচা বাজারের দোকানে মূল্য তালিকা না রাখা ও অতিরিক্ত মূল্যে পণ্য বিক্রির অভিযোগে ৫ দোকানদারকে ১৩ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একই সঙ্গে এ ধরনের অপরাধের পুনরাবৃত্তি না করার জন্য তাদের সতর্ক করা হয়েছে। জনস্বার্থে চসিকের ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান অব্যাহত থাকবে।

চট্টগ্রামে গতিসীমা মানছে না এক-তৃতীয়াংশ যানবাহন : বাড়ছে দুর্ঘটনার ঝুঁকি

রোড ক্রাশের ক্ষেত্রে অন্যতম প্রধান ঝুঁকি যানবাহনের অতিরিক্ত গতি। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় দেখা গেছে, চট্টগ্রাম নগরীতে চলাচলকারী যানবাহনের ৩৪ শতাংশই নির্ধারিত গতিসীমা মানছে না, যা নগরীতে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বাড়িয়ে দিচ্ছে। জন্স হপকিন্স ইন্টারন্যাশনাল ইনজুরি রিসার্চ ইউনিট (জেএইচআই-আইআরইউ) এবং সেন্টার ফর ইনজুরি প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ, বাংলাদেশ (সিআইপিআরবি) চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন (চসিক) এলাকায় সড়ক নিরাপত্তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এ তথ্য জানিয়েছে।বুধবার চসিক কনফারেন্স রুমে সিআইপিআরবি'র সহায়তায় চসিক এবং জেএইচআই-আইআরইউ যৌথভাবে 'সড়ক দুর্ঘটনার আচরণগত ঝুঁকি বিষয়ক পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা ফলাফল প্রকাশ' সভা আয়োজন করে। সভায় অক্টোবর-নভেম্বর ২০২৪ সালের রোডসাইড অবজারভেশনাল স্টাডি'র ফলাফল তুলে ধরা হয়।ব্লুমবার্গ ফিলানথ্রপিস ইনিশিয়েটিভ ফর গে- াবাল রোড সেফটি'র (বিআইজিআরএস) অংশ হিসেবে জেএইচআই-আইআরইউ এবং সিআইপিআরবি ২০২২ সালের মে থেকে চসিক এলাকায় রোডসাইড অবজারভেশন স্টাডি পরিচালনা করছে। এবার ৬ষ্ঠ পর্বের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে।সিআইপিআরবির আরটিআই প্রিভেনশন অ্যান্ড রিসার্চ ইউনিটের পরিচালক ডা. সেলিম মাহমুদ চৌধুরী গবেষণার ফলাফল উপস্থাপন করেন। প্রতিবেদনে বলা হয়, চট্টগ্রামে সড়ক দুর্ঘটনার ঝুঁকির হার নিরূপণ করতে নগরীর ১৫টি স্থানে অক্টোবর ও নভেম্বর ২০২৪ এ মোট ৮৪ হাজার ৪৫৪টি যানবাহনের গতি পর্যবেক্ষণ করা হয়। সপ্তাহের (কার্যদিবস ও ছুটির দিন সহ) একই স্থানে টানা তিন দিন সকাল সাড়ে ৭টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ চালানো হয়। এতে দেখা যায়, ৩৪ শতাংশ যানবাহনই নির্ধারিত গতিসীমা লঙ্ঘন করেছে। যেহেতু চট্টগ্রাম শহরের সকল রাস্তায় নির্দিষ্ট গতিসীমা নির্ধারণ করা সাইন নেই, তাই আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুসারে নির্ধারিত গতিসীমার ক্ষেত্রে মহাসড়কে ৫০ কিমি/ঘণ্টা এবং শহর এলাকার সড়কে ৩০ কিমি/ঘণ্টাকে সর্বোচ্চ গতিসীমা হিসেবে বিবেচনা করে গবেষণালব্দ তথ্যা বিশ্লেষণ

করা হয়েছে (যা বিশ্বব্যাপী বেস্ট প্রেকটিস অনুযায়ী বিবেচিত)। প্রতিবেদনে দেখা যায়, এসইউভি (যা জিপগাড়ি হিসেবে পরিচিত) গাড়িগুলোর প্রায় অর্ধেকই (৪৭%) গতিসীমা মানছে না। তালিকায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে রয়েছে মোটরসাইকেল (৪৫%) ও প্রাইভেট কার (৪১%) ।প্রতিবেদনে রোড ক্র্যাশের ঝুঁকি কমাতে জরুরি ভিত্তিতে বিআরটিএ প্রণীত মোটরযান গতিসীমা নির্দেশিকা ২০২৪ বাস্তবায়ন করার পরামর্শ প্রদান করা হয়। পাশাপাশি সড়ক আইন যথাযথভাবে প্রয়োগ করার জন্য আইনপ্রয়োগকারী সংস্থাকে অনুরোধ জানানো হয়।
সিআইপিআরবি'র রোড সেফটি প্রকল্পের ব্যবস্থাপক কাজী বোরহান উদ্দিনের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম। তিনি বলেন, সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা আমাদের একটি অগ্রাধিকারমূলক কাজ। আর সড়ককে নিরাপদ করার জন্য তথ্য-উপাত্ত অত্যন্ত জরুরি। কোথায় রোড ক্র্যাশ হচ্ছে, কেন হচ্ছে, তা প্রতিরোধে কী করণীয় তা বিজ্ঞানভিত্তিক গবেষণার মাধ্যমে বের করা সম্ভব। আর এসব তথ্যকে কাজে লাগিয়ে আমরা পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবো। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ সরকারও ২০৩০ সালের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় হতাহতের হার অর্ধেকে কমিয়ে আনার মাধ্যমে এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে অঙ্গিকারাবদ্ধ ।অনুষ্ঠানে চসিক প্রধান প্রকৌশলী মো. আনিসুর রহমান বলেন, গবেষণা ফলাফলকে কাজে লাগিয়ে সড়ক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে চসিক কাজ করবে। তিনি ভবিষ্যৎ কার্যক্রম পরিকল্পনা করার সময় রোডসাইড অবজারভেশনাল স্টাডি-এর ফলাফল ব্যবহার করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন।

ক্যাপশন :

১) চসিক কার্যালয়ে জলাবদ্ধতা নিরসন বিষয়ক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।
২) চট্টগ্রামে স্মার্ট ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম চালুর সম্মতি নিয়ে চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেনের সাথে চাইনিজ প্রতিষ্ঠানের মতবিনিময়।
৩) বিএনপি নেতা আব্দুল্লাহ আল নোমানের স্মরণে শোকসভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠানে চসিক মেয়র ডা. শাহাদাত হোসেন।
৪) নগরের লালখান বাজার এলাকায় ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করেন চসিক এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট চৈতী সর্ববিদ্যা।
৫) চসিক কার্যালয়ে চসিক এবং জেএইচআই-আইআরইউ যৌথভাবে 'সড়ক দুর্ঘটনার আচরণগত ঝুঁকি বিষয়ক পর্যবেক্ষণমূলক গবেষণা ফলাফল প্রকাশ' মত বিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদদাতা

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ ও প্রটোকল কর্মকর্তা
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০৪৮৮